

## হাঁস-মুরগির শীতকালীন ব্যবস্থাপনা

শীতে তাপমাত্রা ৮-৯ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট হয়ে যায়। মুরগি জন্য কাম্য তাপমাত্রা হল ২২-২৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেট। তবে ১৬ ডিগ্রি পর্যন্ত তেমন সমস্যা হয় না। শীতকালে লাভজনক খামার বাবস্থাপনার জন্য খামারি ভাইদের নিচের বিষয়গুলোর ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

**বাসস্থান:** শীতকালে ঘরের আশপাশের ঝোপ জঙ্গল কেটে পরিষ্কার করতে হবে যাতে দিনের আলো পরিপূর্ণভাবে ঘরের চালার ওপর পড়ে। ঘরের দরজা-জানালায় ফাঁক যত্ন করে দিতে হবে যেন ঠান্ডা বাতাস ঘরে প্রবেশ করতে না পারে।

**লিটার:** শীতকালে লিটার হিসেবে ধানের শুকনা তুস সবচেয়ে ভালো। বুড়ার হাউসে ৫-১০ সেন্টিমিটার পুরু লিটার সামগ্রী বিছাতে হবে। মুরগি যদি খাঁচায় পালন করা হয়, তাহলে বড় মুরগির জন্য লিটারের পুরুত্ব ৪ ইঞ্চির কম হবে না। লিটার সামগ্রী হতে হবে পরিচ্ছন্ন ও দূষণযুক্ত। কোনো কারণে পানি পড়ে লিটার ভিজে গেলে ভিজা লিটার ফেলে ওই স্থানে শুকনা লিটার বিছাতে হবে। লিটার যেন খুব শুকনা ধুলাময় না হয়।

**তাপমাত্রা:** ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রাখতে টিনের বা ছাদের ওপর খড় বিছিয়ে দিতে হবে। ঘরে ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বুডিং পিরিয়ডে বাচ্চা যাতে সমভাবে তাপ পায় এ জন্য ৫০০ বাচ্চার জন্য ১০০ ওয়াটের তিনটি বাব্ব সংযুক্ত একটি বুড়ার হার্ডবোর্ড বা গ্লেনশিট দিয়ে তৈরি চিকলার্ডের মধ্যে স্থাপন করতে হবে।

**আলো:** মুরগির ঘরে আলো এমনভাবে দিতে হবে যেন তা ঘরে সমভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

**বাচ্চার ঘনত্ব:** বুড়ার হাউসে প্রতি বর্গমিটারে প্রথমে ৫০টি বাচ্চা রাখতে হবে এবং চার দিন বয়সের পর থেকে ক্রমান্বয়ে জায়গা বাড়িয়ে দিতে হবে। ১৪ দিন বয়সের পর ঘরের তাপমাত্রা ঠিক রেখে বাচ্চা যাতে পুরো ঘরে বিচরণ করতে পারে সে অনুযায়ী জায়গা বাড়াতে হবে।

**ভেন্টিলেশন:** শীতকালে ঘরে ঠান্ডা বাতাস যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য সব দরজা-জানালা বন্ধ রাখলেও ভেন্টিলেশন ব্যবস্থা অবশ্যই চালু রাখতে হবে।

**খাদ্য:** শীতকালে শরীরে বেশি ক্যালরি দরকার হয়। এ জন্য রেশনে শর্করাচর্বি এর উৎপাদনের উৎস কিছুটা বাড়িয়ে দিতে হবে। বুডিং অবস্থায় প্রথম তিন দিন লিটারের ওপর চট বা কাগজ বিছিয়ে তার ওপর খাদ্য ছিটিয়ে দিলে ভালো হয়। বাচ্চা মুরগিকে অল্প অল্প করে বার বার খাবার দিতে হবে। ফলে খাবার খাওয়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। শীতকালে সব বয়সের মুরগির উৎপাদন (গোশত, ডিম) কিছুটা কমে যায়। তাই সরবরাহকৃত খাবারে পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদানের থাকা নিশ্চিত করতে হবে।

**পানি:** পানি গ্রহণের পরিমাণ ঠিক রাখতে প্রচণ্ড শীতের সময় সকালে ঠান্ডা পানি না দিয়ে হালকা গরম দিতে হবে। পানি ভরার আগে পাত্র ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে।

**ভ্যাক্সিনেশন:** সঠিক খামার ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ভ্যাক্সিনেশন কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে।

**জীবাণুনাশক স্প্রে:** বাণিজ্যিকভাবে গড়ে ওঠা খামারের আশপাশে প্রতিদিন জীবাণুনাশক স্প্রে করতে হবে।

**মেডিকেশন:** শীতকালে রানীক্ষেত, মাইকোপ্লাজমা প্রভৃতি রোগের বিস্তার বেশি ঘটে। রোগাক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ শনাক্তপূর্বক চিকিৎসা দিতে হবে।

রোগের উপসর্গ দেখা মাত্র অসুস্থ হাঁস-মুরগী আলাদা করে রাখতে হবে এবং স্থানীয় প্রাণি চিকিৎসক অথবা উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতালে যোগাযোগ করতে হবে।

**প্রচারে- জেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর, রাজশাহী ।**